সংবাদ

তারিখ 15 FEB 2005
পৃষ্ঠা ২৬ কলাম ৩

শূন্যপদ পূরণের পরিবর্তে শিক্ষক বদলি
সরকারি কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

এম এ সালাম, মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজার সরকারি কলেজে সব শূন্যপদ পূরণে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম. সাইফুর রহমানের আশ্বাসের এক সপ্তাহের মধ্যে শূন্যপদ পূরণের পরিবর্তে আরও পদ শূন্য হয়েছে। সম্প্রতি সিলেট শিক্ষা বোর্ড কলেজের কয়েকজন শিক্ষককে আকস্মিক বদলির নির্দেশ দেয়। মৌলভীবাজার সরকারি কলেজে রয়েছে ১১টি বিষয়ে অনার্স কোর্স। বর্তমানে এ কলেজে সৃষ্ট পদের সংখ্যা ৬৬টি। এর মধ্যে উপাধ্যক্ষসহ বিভিন্ন বিভাগে ২৪ জন শিক্ষকের পদ খালি। অন্যদিকে অনার্স বিভাগে ৭ জন করে শিক্ষক থাকার বিধান থাকলেও আছেন প্রতি বিভাগে ১ থেকে সর্বোচ্চ ৪ জন শিক্ষক। এর ফলে কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে।

মৌলভীবাজার সরকারি কলেজে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে এমনসব বিভাগে শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে যথাক্রমে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ২, ব্যবস্থাপনা বিভাগে ১, রসায়ন বিভাগে ২, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগে ২, প্রাণিবিদ্যা বিভাগে ৩ ও গণিত বিভাগে ১ জন। এছাড়া সাধারণ বিভাগের মধ্যে ইতিহাস বিভাগে ২, ইসলামের ইতিহাস বিভাগে ৩, কম্পিউটার বিভাগে ৩ জন ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগসহ আরও বেশ কিছু বিভাগে পদ শূন্য রয়েছে। এসব শূন্যপদের মধ্যে প্রভাষক ২০, সহযোগী অধ্যাপক ২, সহকারী অধ্যাপক ১ জন এবং উপাধ্যক্ষের ১টি পদ শূন্য।

এদিকে কলেজে ২০০১ সাল থেকে বাংলা, ইংরেজি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা ও গণিত বিভাগে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। অনার্সের প্রতিটি বিভাগে ৭ জন করে শিক্ষক থাকার কথা। সেখানে এতদিনেও নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়নি। ১ থেকে মাত্র ৪ জন শিক্ষক দিয়ে অনার্স কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। জানা গেছে, কোন কোন শিক্ষককে দিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগের বাইরেও অন্য বিভাগের ক্লাস নেয়া হয়ে থাকে। এদিকে শূন্যপদ পূরণ এবং অনার্স বিভাগে নতুন পদ সৃষ্টির জন্য অনেকদিন থেকেই কলেজ ও শিক্ষানুরাগীদের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হচ্ছে।

মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজার সরকারি কলেজে সব শূন্যপদ পূরণে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম. সাইফুর রহমানের আশ্বাসের এক সপ্তাহের মধ্যে শূন্যপদ পূরণের পরিবর্তে আরও পদ শূন্য হয়েছে।

২৭ জানুয়ারি কলেজের নবনির্মিত অডিটোরিয়াম উদ্বোধনকালে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রী এম. সাইফুর রহমানের কাছে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে শূন্যপদ পূরণের দাবি জানালে তিনি অচিরেই তা পূরণের আশ্বাস দেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং প্রতিষ্ঠানের কোন ক্ষতি না হলেই কেবল বোর্ড শিক্ষকের বদলির সমন্বয় করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ সমন্বয় করার কথা। কিন্তু মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের বদলি হওয়া শিক্ষক সূত্রে জানা গেছে, বদলির জন্য এ রকম কোন আবেদন তারা করেননি। জানা গেছে, সম্প্রতি বিভিন্ন সময়ে এ রকম শিক্ষক বদলি করা হলেও ছাত্রছাত্রীদের দাবির মুখে অনেকের বদলি স্থগিত করা হয়। এ নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

এদিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, অনার্স বিভাগে নতুন পদ সৃষ্টির বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা আছে। শূন্যপদ পূরণের জন্যও মন্ত্রণালয়ে আবেদন জানানো হয়েছে। জানা গেছে, শিক্ষক সমন্বয় কমিটিতে সিলেট সদরে অবস্থিত কলেজগুলোর অধ্যক্ষরা সদস্য। এ কারণে সিলেট সদর থেকে শিক্ষক না দিয়ে মফস্বলের কলেজ থেকে এ সমন্বয় করা হয়ে থাকে। এতে মফস্বলের কলেজগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সম্প্রতি সিলেট শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় বদলির নামে মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের কয়েকজন শিক্ষককে বদলি করায় নতুন করে শূন্যপদের সৃষ্টি হওয়ায় কলেজের শি[illegible] ছাত্রী এবং এলাকার শিক্ষানুরাগীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।